একমুঠো ভালোবাসা

ইলয়াস হায়দার

গল্পক্রম

অর্পিতা —১৩
নোলক —২১
ঘুমের কোলে —২৭
আয়িশা —৩৩
দাগ —৪১
আনস্মার্ট গার্ল —৪৫
পয়গাম —৪৯
পরিতৃপ্তি —৫৫
৬১— গোলাপফুল
৬৭— ভ্রম
৭১— প্রত্যাবর্তন
৭৫— নক্ষত্র
৮১— সাদা জামা
৮৫— চিঠিতমা
৮৯— ফুলের দেশে পরীর দেশে
৯৩— একমুঠো ভালোবাসা

মধ্যরাতের থমথমে আকাশ। ঘুমের চাদরে মোড়ানো পৃথিবীটাকে দারুণ নিষ্পাপ লাগছে! রূপোর থালার মতোন ঝলমলে চাঁদ। আচ্ছা চাঁদ কি রূপোর না সোনার থালার মতোন? আমার কেন জানি না মনে হয়— চাঁদটা রূপোর থালার মতোন।

কুকুরের ঘেউঘেউ শব্দ খুব বিশ্রীভাবে এসে কানে বাজছে। নীরবতা উপভোগ করা যাচ্ছে না পুরোপুরি। আচ্ছা, এই কুকুররা ঘুমায় না? এদেরও কি কষ্ট, মান-অভিমান থাকে? থাকে হয়তো।

যেহেতু প্রাণ আছে, সম্পর্ক আছে, দুঃখ আর মান-অভিমান তো থাকবেই। ঘেউঘেউটা কি ওদের কান্নার শব্দ? কী জানি। প্রাণীদের ভাষা যদি বুঝতে পারতাম!!

নবী সুলাইমান আলাইহিসসালামের কথা মনে পড়ে ফাহাদের। প্রাণীদের ভাষা তিনি বুঝতেন। যারা ভালো মানুষ হন, প্রকৃতির এবং বোবা প্রাণের ভাষা তারা বুঝেন, উপলব্ধি করেন— ফাহাদের এমনটাই মনে হয়। এর কোনো যৌক্তিকতা আছে? আচ্ছা, যুক্তি দিয়েই কি সবকিছু পরখ করা যায়? যুক্তিও তো হার মানে কখনো কখনো। যুক্তির ঊর্ধ্বেও তো আছে অন্য দুনিয়া!!

ফাহাদ বেশ জটিল ভাবনায় চলে যায়। মানুষের চিন্তাশক্তির গতি আজ পর্যন্ত কেউ পরিমাপ করতে পেরেছে? কী জানি। ফাহাদ এতোটা বিজ্ঞানমনস্ক না। অতো আগ্রহও নাই। কিন্তু সে বিশ্বাস করে— এই কল্পনাশক্তি আলোর গতি থেকেও অনেক দ্রুতগতির। সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছুতে যেন কতো সময় লাগে? উফফ, কই থেকে কই আবার চলে যায় তার ভাবনা!!

ফাহাদের আজ মন খারাপ। আনন্দের সকল ভাগ সে সুরাইয়াকে দিলেও, কষ্টগুলো একান্ত নিজের করেই রাখতে চায়। বুঝতে দিতে চায় না কোনো পেরেশানি। না দিলেই বা কী হবে, বিচক্ষণ স্ত্রী ঠিকঠাক বুঝে নেয়। এই যেমন আজকে। চুপচাপ উঠে এসেছে বিছানা ছেড়ে। ছাদে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছে।

আচ্ছা, আকাশেরও কি মন খারাপ হয়? হয়তো হয়!! মেঘমালা বোধহয় আকাশের মন খারাপের বার্তা, আর বৃষ্টি হচ্ছে তার কান্না। এই সহজ সমীকরণটাই কেমন প্যাঁচিয়ে যায় আবার। মানুষ সরল ভাবনাগুলোকেই কী জটিল করে ফেলে!!

ফাহাদের বুক থেকে দীর্ঘশ্বাস বের হয়। কী উষ্ণ! কী উত্তাপ!! একটা কবিতার দুই লাইন মনে পড়ে ফাহাদের। ইলয়াস হায়দারের লেখা এটা— 'রাতের কাছে দুঃখ রাখি জমা / রাতই আমার বন্ধু সাথী, রাতই প্রিয়তমা।' আসলেই। রাত না থাকলে, আমাদের বুকের দীর্ঘশ্বাসগুলো কোথায় আড়াল করতাম?!

দিনের আলোয় হাসিখুশি থাকা মানুষটাই, রাতের আঁধারে কী যে নিঃসঙ্গতায় দগ্ধ হয়— রাত জানে, আর জানেন রাতের যিনি স্রষ্টা, তিনি। কুরআনে তাই তো তিনি বলেছেন— ওয়া জা'আলনাল লাইলা লিবাসা। আর রাতকে আমি আবরণ বানিয়েছি।

বিছানা ছেড়ে উঠার সময়েই ঘুম ভেঙে যায় সুরাইয়ার। কিন্তু ঘুমের বাহানায় পড়ে থাকে সে। আড়চোখে দেখছিলো স্বামীর অস্থিরতা। সন্ধ্যা থেকেই স্বামীর মনখারাপ লক্ষ করেছে। কী গো, তোমাকে এতো মনমরা দেখাচ্ছে কেন? খাবারের টেবিলে বসে প্রশ্নটা করেছিলো। ফাহাদ উত্তর দেয় নি। তারপর আর প্রশ্ন করে নি সুরাইয়া। খেয়েদেয়ে শোবার সময় আবার জিজ্ঞেস করলো— কী হয়েছে তোমার, বলো না প্লিজ! তোমার মনখারাপ দেখলে আমার ভালো লাগে বলো? বলো না কী হয়েছে।

আচ্ছা আমি কোনো অপরাধ করেছি? নাকি কেউ তোমাকে কিছু বলেছে? কারো সাথে তো তোমার সামান্য ঝগড়াও হয় না। তাহলে কী হতে পারে, কী হতে পারে? ভাবতে ভাবতে সুরাইয়া আবার জিজ্ঞেস করে— আচ্ছা তোমার কাপড়গুলো ইস্ত্রি করতে ভুলে গিয়েছিলাম। সেজন্য রাগ করেছো?

ফাহাদ কেমন নিরামিষভাবে, শীতল গলায় বলে— ঘুমাও তো। তুমিও ভালো করেই জানো, এসবের জন্য আমি কখনো মনখারাপ করি না। একটু পেরেশানি। দুয়া করো শুধু।

: না, আমাকে শুনতেই হবে। উঁহু হু হু...

অভিমান ঝরে পড়ে সুরাইয়ার কণ্ঠে।

: উফফ, জেদ করো না তো সুরাইয়া।

ঝাঁজ মিশিয়ে উত্তর দেয় ফাহাদ।

সুরাইয়ার খুব কান্না পায়। প্রিয় মানুষটার মন খারাপ, তার কি ভালো লাগে? এতো চেষ্টা করেও কারণটা জানতে পারলাম না। ফাহাদ এমন কেন? কষ্টের বা অপ্রীতিকর কিছুই আমাকে শোনাতে চায় না? আচ্ছা, শুধু সুখটাই বুঝি ভাগাভাগি করতে হয়? দুঃখের ভাগীদার আমি না হলে, কে হবে তবে?!

এসব ভাবতে ভাবতেই ক'ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে কপোল বেয়ে। উল্টো পাশে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে থাকায় কান্নামাখা মুখখানা ফাহাদের আড়ালেই রয়ে যায়। সুরাইয়া ভাবে, শুধু তুমি একাই কেন আমার দুঃখের ভার নিবে? তোমার কষ্টের কোনোকিছু আমার সাথে কেন শেয়ার করো না? আজ থেকে আমিও কিছু বলবো না...

কখন যে চোখ লেগে গিয়েছিলো, বুঝতেই পারে নি। স্বামীকে জড়িয়ে শুয়ে পড়েছিলো। মাথাটা রেখেছিলো স্বামীর বুকে। চুলগুলোয় আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছিলো ফাহাদ। এভাবে আঙুল বুলিয়ে দিলে খুব সহজেই ঘুম পেয়ে যায় সুরাইয়ার। আজ অবশ্য ঘুমিয়ে পড়েছিলো কান্না করতে করতেই। ভেতরে তুফান বয়ে গেলেও, বাইরে কয়েক ফোঁটা অশ্রু ছাড়া আর কোনো চিহ্নই ছিলো না।

ঘুম ভেঙে যায় ফাহাদের উঠে যাওয়াতে। চুপচাপ শোয়া ছিলো কতক্ষণ। একটু পর ওঠে, সে-ও ছাদে গেলো। এতো রাতে ছাদ ছাড়া আর কোথাও যাবে না ফাহাদ। বিয়ের পরে একদিন বলেছিলো— জানো আমার মন খারাপ হলে কী করি? ছাদে বসে থাকি। আকাশ দেখি। জানো, আকাশ দেখলেই মনটা ভালো হয়ে যায়। কেন ভালো হয়ে যায় জানি না।

জীবনের হিসেব মিলাচ্ছে ফাহাদ। বাবা মারা যাবার পর সংসারের সব দায়িত্ব তার কাঁধেই। মা অসুস্থ। ছোটবোনটাও একটু ভালো রান্নাবান্না না হলে খেতে পারেন না। জমিজিরাত যা কিছু ছিলো, তা দিয়ে এই বাড়িটা বানিয়েছে। ছোটখাটো একটা কোম্পানিতে চাকরি ছিলো তার। করোনা মহামারীর জন্য কোম্পানিটা বন্ধ।

দোকান থেকে বাকি আনা হয়েছে অনেক টাকার। বেচারা দোকানী টাকা চাইছে। তারও তো একটা সংসার আছে! কোত্থেকে টাকার জোগাড় করবে কিছুই বুঝতে পারছে না ফাহাদ। এদিকে বোনটার জন্যেও খুব মায়া হয়। সেদিন রাতে সুরাইয়া বলেছিলো— আমার সোনার চেইন আর নোলক বিক্রি করে ফেলো। না করেছিলো সে। কীভাবে এই কাজটা করবে! এমনিতেই কোনো কিছু কিনে দিতে পারে না বউটাকে। বেচারিরও তো একটা মন আছে। স্বাদ ও আহলাদ আছে। কতটুকুই পূরণ করতে পারলাম!

ফাহাদের এসব কথা শুনে সুরাইয়া রাগ হয়। বলে— একদিন দেখবে আমাদের কোনো কষ্ট থাকবে না। আল্লাহ পাক অনেক কিছু দান করবেন। সেদিন আমার চাহিদা পূরণ করিয়ো। আর আমার অতো চাহিদাও নেই। দুনিয়াটা অল্প কয়দিনের। গরীবী জীবনই যাপন করে যেতে চাই। সব চাহিদা জান্নাতেই পূরণ হবে ইনশাআল্লাহ। উত্তর শুনে স্তব্ধ হয়ে যায় ফাহাদ। উষ্ণ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে নেয় সুরাইয়াকে। হৃদয়ের কথাগুলো, ব্যথাগুলো টপটপ করে ঝরে পড়ে অশ্রু হয়ে।

কোমল স্পর্শে মুছে দেয় সে অশ্রু কেউ একজন— যে তাঁর চোখের শীতলতা! হৃদয়ের প্রশান্তি!! যে তাঁর ব্যথার মলম! বেদনার উপশম!!

পেছন থেকে কোমল এক জোড়া হাত জড়িয়ে ধরে ফাহাদকে। ফাহাদ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়। কথা বলে না। শব্দ করে না। এই আলিঙ্গনেই তার দুঃখের সমাপ্তি হবে। কতোটা প্রশান্তি এই স্পর্শে, শব্দের আবরণে সাজিয়ে তোলা সম্ভব নয়।

পেছন থেকে সামনে চলে আসে সুরাইয়া। কোমল দু'টো হাতে মুছে দেয় চোখের নোনা অশ্রুগুলো। ঠোঁটে আঙুল রেখে বলে— এতো সুন্দর মুখে কান্নাটা মানায়, বলো? তারপর কানের আরও কাছে নেয় মুখটাকে। আরও কাছে!! ফিসফিস করে একটি মিষ্টি কণ্ঠ বলে ওঠে— আমায় ক্ষমা করে দিয়ো। সোনার চেইন আর নোলকটা আমি বিক্রি করে ফেলেছি। যখন আল্লাহ পাক তোমাকে সামর্থ্য দিবেন, তুমি তখনই আমাকে কিনে দিয়ো। প্লিজ রাগ করো না। ঠোঁটের ওপর আঙুলটা আরও শক্ত হয়। আরও শক্ত...

মিষ্টি কণ্ঠটা আবার বলে ওঠে— দেখবে, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এভাবে ভেঙে পড়ো না তো প্রিয়তম। আল্লাহর ওপর সবসময়ই ভরসা রাখবে। আল্লাহ পাক তার প্রিয় বান্দাদেরকেই ক্ষুধা, পিপাসা, আর্থিক দৈন্যতা, রোগশোক দিয়ে পরীক্ষা করেন। আর সুসংবাদ কাদের জন্য জানো? ওয়া বাশশিরীস সাবিরীন। যারা ধৈর্যশীল, তাদের জন্য সুসংবাদ। ধৈর্য হারিয়ে না ফেলি যেন আমরা। আমরা তো মুমিন। মুমিন কখনো নিরাশ হয় না। তারা আল্লাহর সকল ফায়সালা কবুল করে নেয় সন্তুষ্টচিত্তে।

আর শোনো— আগামীকাল একটা মোরগ আনবে। ঝোলঝোল করে ঝলসিয়ে রান্না করবো। ছোট আপা কতদিন হলো একটু ভালোমন্দ খায় না। আর আম্মুর জন্য ওষুধ নিয়ে আসবে। ওকেহ?

ফাহাদ কিছু বলে না। বলতে পারে না। শুধু প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনীর দিকে তাকায় একবার। আরেকবার তাকায়— আকাশের অধিপতির পানে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে আনন্দের অশ্রুতে। আলিঙ্গনটা হয়ে ওঠে আরও গভীর! আরও নিবিড়!!